দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 06 SEP 1992 ... পৃষ্ঠা 7 ... কলাম 2

147

ছাত্রদলের তৎপরতা আপাততঃ স্থগিত

ক্যাম্পাসে বিডিআর মোতায়েন

ইত্তেফাক রিপোর্টঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের তৎপরতা গতকাল (শনিবার) বন্ধ ছিল। গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে এবং শুক্রবার প্রত্যুষে ছাত্রদলের বিবদমান দুই গ্রুপের অন্তর্দ্বন্দ্বের জের হিসাবে সংগঠনের নেতা মামুন ও মাহমুদ নিহত হওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দলীয় নেতা ও কর্মীদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করে। আরও সংঘর্ষের আশংকা দেখা দেয়। এ অবস্থায় বিএনপি নেতৃবৃন্দ বৈঠক করিয়া প্রধানমন্ত্রী দেশে ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত ছাত্রদলকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তৎপরতা আপাততঃ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। বিএনপি মহাসচিব ব্যারিষ্টার সালাম তালুকদার শুক্রবার রাতে এই নির্দেশ ছাত্রদল নেতৃবৃন্দকে জানাইয়া দেন। ফলে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের সকল তৎপরতা বন্ধ ছিল। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গতকাল রাত পৌনে ৯টায় ঢাকা ফিরিয়া আসিয়াছেন। বিমান বন্দর হইতে তিনি সোজা তাঁহার সেনানিবাসের বাসভবনে যান। রাত সাড়ে ১১টায় এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তিনি বাসায়ই ছিলেন। মন্ত্রী এবং দলীয় নেতারা বিমান বন্দরেই প্রধানমন্ত্রীকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করিয়াছেন। গত রাতেই ছাত্রদলের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং দুইজন ছাত্র নেতা (১১শ পৃঃ দ্রঃ)

ক্যাম্পাস

(১ম পৃঃ পর)

নিহত হওয়ার পর উদ্ভূত পরিস্থিতি লইয়া প্রধানমন্ত্রীর নীতি নির্ধারকদের সংগে বৈঠক অনুষ্ঠানের কথা। নীতি নির্ধারক এবং ছাত্র নেতারা এই রিপোর্ট লিখা পর্যন্ত বৈঠকের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

এদিকে গতকাল (শনিবার) সূর্যসেন, জসীমউদ্দিন হল সহ ক্যাম্পাসের বিভিন্ন এলাকায় বি,ডি, আর মোতায়েন করা হইয়াছে। উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে কর্তৃপক্ষ ২ দিনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করায় গতকাল কলাভবনে ছাত্র-ছাত্রীদের তেমন উপস্থিতি ছিল না। তবে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন সন্ত্রাস বিরোধী মিছিল শেষে ছাত্র সমাবেশের আয়োজন করে।

ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের প্রতিবাদে গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য গতকাল সকাল ১১টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সম্মুখে ছাত্র সমাবেশের আয়োজন করে। ছাত্রনেতা ইসমাইল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে নূর আহমেদ বকুল, মোখলেছুর রহমান, নাসিরুদ্দোজা, বেলাল চৌধুরী, আহাদ আহমেদ, শহীদুল্লাহ প্রমুখ বক্তৃতা করেন। সমাবেশে বলা হয়, শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ জন ছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যু কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। প্রধানমন্ত্রী তাহার সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কথা বলেন। বাস্তব ক্ষেত্রে তাহার দলের লোকেরাই ষড়যন্ত্র করিতেছে। সমাবেশে ছাত্র নেতৃবৃন্দ বলেন, মামুন ও মাহমুদের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা থাকিলেও তাহাদের লাশ ছাত্র সমাজ গ্রহণ করিবে না। প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এই লাশ বহন করিতে হইবে।

ছাত্রলীগ (ম-ই) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সম্মুখে এক ছাত্র সভায় বলিয়াছে, ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের হাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৭ হাজার ছাত্র-ছাত্রী জিম্মি হইয়া পড়িয়াছে। চাঁদার ভাগ-বাটোয়ারা ও ক্ষমতা দখলের নোংরা রাজনীতির নামে ছাত্রদলের কর্মীরা শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, সারাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস চালাইয়া যাইতেছে। সভায় ৮ই সেপ্টেম্বর সারাদেশে বিক্ষোভ সমাবেশের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

ছাত্রনেতা ফারুক আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় ইসহাক আলী খান পান্না, আফজালুর রহমান বাবু, কে, এইচ, এম লিজু, পংকজ নাথ, শফিকুল আলম শফিক, মঞ্জুরুল ইসলাম অশ্রু প্রমুখ বক্তৃতা করেন। ছাত্র মৈত্রী কলাভবনে এক ছাত্রসভার আয়োজন করে। খায়রুল ইসলাম চৌধুরী রূপম সভায় বক্তৃতা করেন। ছাত্রলীগ (নু-আ) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সম্মুখে ছাত্র সভার আয়োজন করে। সভায় খন্দকার লুৎফর রহমান, শফিকুল ইসলাম, ইকবাল হোসেন প্রধান, আসাদুর রহমান আসাদ প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া গতকালও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠন পৃথক বিবৃতি প্রদান করিয়াছে। সি, পি, বি'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শামসুদ্দোহা ও সম্পাদক নুরুল ইসলাম নাহিদ এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, সারাদেশ আজ সন্ত্রাসীদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। অথচ সরকার নির্বিকার। বাসদ আহ্বায়ক আ, ফ, ম, মাহবুবুল হক এক বিবৃতিতে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের বন্দুক যুদ্ধে দুইজন ছাত্র নিহত হওয়ার ঘটনা প্রমাণ করে যে, সরকারের অঙ্গ সংগঠনসমূহ এখন ঘাতকদের নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পরিণত হইয়াছে। মুসলিম লীগের সভাপতি মুহাম্মদ আয়েন উদ্দিন এক বিবৃতিতে বলেন, মাত্র ৪ দিনের ব্যবধানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইদল ছাত্রের মধ্যে পাঁচ শতাধিক রাউণ্ড গুলী বিনিময় ও আইন-শৃংখলা রক্ষায় নিয়োজিত বাহিনীর সামনে সশস্ত্র যুবকদের বীরদর্পে মিছিল করিয়া যাওয়া প্রমাণ করে যে, ক্ষমতাসীনদের ছত্রচ্ছায়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আজ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এন,ডি,পি'র মহা-সচিব সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী এম,পি এক বিবৃতিতে বলেন, ইহা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, শিক্ষাঙ্গন হইতে শুরু করিয়া জীবনের সর্বস্তরে আইন-শৃংখলা রক্ষা ও জনজীবনের নিরাপত্তা বিধানে সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। সাম্যবাদী দলের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ বড়ুয়া এক বিবৃতিতে বলেন আবারও প্রমানিত হইল বি,এন,পি ও উহার অঙ্গ সংগঠন ছাত্রদল সন্ত্রাসের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। জাসদ সভাপতি নূর আলম জিকু সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবীর হীরু এক বিবৃতিতে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সন্ত্রাসী ঘটনা প্রমান করে যে, সরকার সন্ত্রাসীদের লালন করিতেছে। সংগ্রামী ছাত্র সমাজের সভাপতি ইকবাল হোসেন রাজু, সাধারণ সম্পাদক জহিরুল ইসলাম বিবৃতিতে বলেন, প্রধানমন্ত্রী বিদেশে যাওয়ার আগে ছাত্র দলের নেতাদের বলিয়া যান মনে যে, তাহারা যেন সন্ত্রাস না করে। অথচ তিনি ফিরিতে না ফিরিতেই ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা দুইজন ছাত্রকে হত্যা করিয়াছে।

জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দল নগর কমিটির আহ্বায়ক আজিজুর রহমান এক বিবৃতিতে দেশে অব্যাহত সন্ত্রাসী ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। এরশাদ শিশু-কিশোর সংগঠনের এক সভা দলনেত্রী নিলুফার জামান নীলা চৌধুরীর সভানেত্রীত্বে গতকাল শনিবার অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে দুই তরুণের মর্মান্তিক মৃত্যুতে গভীর ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করিয়া বক্তব্য রাখেন আবেদ আলী, গিয়াসউদ্দিন গিয়াস প্রমুখ। নীলা চৌধুরী বলেন, এই সমাজে আজ আর আমরা কেহই নিরাপদ নই। বিবৃতি প্রদানকারী অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনসমূহঃ মেজর জলীল পরিষদ, ন্যাশনাল রিপাবলিকান পার্টি, জনদল, গণতন্ত্রী পার্টি, জাতীয় ছাত্র সংহতি জিয়া স্মৃতি প্রচার পরিষদ, জাতীয় ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ।